সংবাদ

তারিখ ... 14 MAR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

ভেঙে পড়েছে শিক্ষা কার্যক্রম চার কোটি শিক্ষার্থী জিম্মি

রাকিব উদ্দিন

ঘন ঘন 'হরতাল'র কারণে ভেঙে পড়েছে শিক্ষা কার্যক্রম। জিম্মি হয়ে পড়েছে বিভিন্ন স্তরের প্রায় সোয়া চার কোটি ছাত্রছাত্রী। বিএনপি-জামায়াতের ডাকা ধ্বংসাত্মক হরতালে চলমান এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষাই পাঁচবার পেছাতে হয়েছে। পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণেও মারাত্মক জট বেঁধেছে। বিপর্যস্ত উচ্চ শিক্ষাকার্যক্রমও। সেশন জটে নাকাল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভুক্ত কলেজগুলো। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে গত দুই মাসে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শ্রেণী কার্যক্রম হয়েছে মাত্র ১৫ থেকে ২০ দিন। ফলে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় আছে সারাদেশের প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর প্রায় পৌনে চার কোটি ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবক ও শিক্ষক তথা শিক্ষা প্রশাসন।

এ পরিস্থিতিতে ছুটির দিনে ক্লাস নিয়েও লেখাপড়ার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। যেসব স্কুলে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার কেন্দ্র পড়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠান ছুটির দিনেও শ্রেণী কার্যক্রমের সুযোগ পাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের এখন প্রাইভেট কোচিংয়ের ওপর নির্ভরতা বাড়াতে হচ্ছে। এরপরও নির্ধারিত সময়ে সিলেবাস সম্পন্ন করতে পারবে কী না তা নিয়ে শঙ্কিত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা। এবারের হরতালে গ্রাম ও উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বন্ধ থাকছে। কারণ গ্রাম-গঞ্জেও হরতালের সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) জানায়, দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, এসএসসি (ভোকেশনাল), মাদ্রাসার ইবতেদায়ি, জিম্মি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

জিম্মি : শিক্ষার্থী

দাখিল ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরে তিন কোটি ৬৮ লাখ ৮৬ হাজার ১৭২ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে। এছাড়া ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ২০ লাখ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভুক্ত বিভিন্ন কলেজে প্রায় ১৪ লাখ, বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় তিন লাখসহ সারাদেশের প্রায় সোয়া চার কোটি শিক্ষার্থী আছে। রাজনৈতিক দলগুলোর অবিবেচক হরতালের কারণে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। জানতে চাইলে বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা ও শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ সংবাদকে বলেন, 'অতীতে কোন সরকারের আমলেই পাবলিক পরীক্ষার সময় হরতাল হয়নি। এবার সেটা কেউই মানা হচ্ছে না। আর ঘন ঘন হরতাল, বিশেষ করে পাবলিক পরীক্ষার সময় এই কর্মসূচি আহ্বান মোটেই উচিত নয়। এই ধারা অব্যাহত থাকলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন ভেঙে পড়বে, তেমনি দেশের অর্থনীতিও মারাত্মকভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।'

জানা যায়, জামায়াত-শিবিরের ডাকা হরতালের কারণে গত ৫ ফেব্রুয়ারির এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা নেয়া হয় গত ৮ ফেব্রুয়ারি, বামপন্থিসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের ডাকা হরতালের জন্য গত ২৪ ফেব্রুয়ারির পরীক্ষা নেয়া হয় গত ১ মার্চ, জামায়াত-শিবিরের ডাকা হরতালে গত ২৮ ফেব্রুয়ারির পরীক্ষা হয় গত ৮ মার্চ শুক্রবার এবং গত ৩ মার্চের পরীক্ষা হয় গতকাল ৯ মার্চ। বিএনপির ডাকা হরতালের কারণে গত ৫ মার্চের পরীক্ষা হয় গত ৬ মার্চ। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে এসএসসির ব্যবহারিক পরীক্ষাও পিছিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী এখন ব্যবহারিক পরীক্ষাগুলো ১০ থেকে ১৪ মার্চের মধ্যে শেষ করতে হবে। পূর্বের সময়সূচি অনুযায়ী ব্যবহারিক পরীক্ষাগুলো ৬ থেকে ১২ মার্চের মধ্যে হওয়ার কথা ছিল। বারবার পরীক্ষার রুটিন পরিবর্তনের ফলে এবার নির্ধারিত ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশও অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে বলে শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. বিমল কৃষ্ণ মজুমদার সংবাদকে বলেন, 'ঘন ঘন হরতালের ফলে পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর একটি বিশাল আঘাত এসেছে। এতে নির্ধারিত দুই মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশও মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। কারণ হরতালে পরীক্ষকদের কাছে সময়মতো খাতা পৌঁছানো যাচ্ছে না এবং পরীক্ষকরাও তা মূল্যায়ন করে সময়মতো বোর্ডে জমা দিতে পারবে কী না তাও অনিশ্চিত। আর বন্ধের দিন শুক্র ও শনিবারে খাতা বিতরণ করতে গিয়ে আর্থিক ক্ষতিরও সম্মুখীন হচ্ছে শিক্ষা বোর্ডগুলো'। রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী হাবিবুল ইসলাম, 'আমরা হরতাল চাই না। হরতালে স্কুল বন্ধ থাকে। তাই বাধ্য হয়ে এখন প্রাইভেট টিউটর ও কোচিং সেন্টারে পড়ছি'।

নাকাল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

হরতালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভুক্ত সারাদেশে প্রায় আড়াই হাজার কলেজে প্রায় ১৪ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বিএনপি-জামায়াতের ডাকা একের পর এক হরতালের কারণে কলেজের শিক্ষাকার্যক্রম চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। বারবার পরিবর্তন ও স্থগিত করতে হচ্ছে চলমান সম্মান দ্বিতীয় বর্ষ ও স্নাতকোত্তর প্রথম পর্বের পরীক্ষা। যেদিন হরতাল আহ্বান করা হচ্ছে, সেদিনই পরীক্ষা পেছানো বা স্থগিতের ঘোষণা দিতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। এছাড়া যেসব পরীক্ষা ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে, হরতালের কারণে সেগুলোর খাতা মূল্যায়নের জন্য শিক্ষকদের কাছে বণ্টনও করতে পারছে না কর্তৃপক্ষ।